পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা বই

উপজেলা পরিষদ, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদের ছবি

পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদ

পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

panchagarhsadar.panchagarh.gov.bd

উপজেলার পঞ্চবার্ষিকী বাজেট বই

উপজেলা পরিষদ, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

কৃতজ্ঞতায়:

স্বত্ব

উপজেলা পরিষদ

পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

দূরালাপনী ঃ ০৫৬৮-৬১২৩৩ (অফিস)

অর্থায়নে ঃ

উপজেলা পরিষদ, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

প্রকাশকাল- ২০১৯

প্রিয় পঞ্চগড় সদর উপজেলা এলাকাবাসীর জন্য উৎসর্গীকৃত...

বাণী

পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২০২৪) পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন পঞ্চগড় সদর উপজেলার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে বলে আমি দৃড়ভাবে বিশ্বাস করি।

জনগণের অংশগ্রহণে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা বর্তমান যুগে উন্নয়ন কর্মকান্ডের কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব। একটি ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রনয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমি চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তারিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং পঞ্চগড় সদর উপজেলার উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ড. সাবিনা ইয়াসমিন
জেলা প্রশাসক
পঞ্চগড়।

CamScanner

বাণী

পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে নতুন সেতু বন্ধন তৈরী ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতিশীল রাখা। দেশের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্যতম। স্থানীয় পর্যায়েও পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অতীতের এ ধাবাবাহিকতায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১০ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলাসমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়, সেহেতু কোন কাজগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্য হতে কোন সময়ের জন্য কোন কাজটি অগ্রাধিকার দেয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট করে নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় এবং তা থেকে জনগন উপকৃত হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ও স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরো করা এবং নিম্ন-উর্দ্ধমূখী (Bottom up Approach) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ আরিফ হোসেন সহ যেসব সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন। কারণ তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই পরিকল্পনা ও প্রকাশনা আলোর মুখ দেখতো কি-না সন্দেহ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী বই হিসেবে এর অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। যে কোন মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণযোগ্য যা উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী বইকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ আমিরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

CamScanner

আমরা যা চাই

জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে উপজেলা পরিষদ বাজেট তৈরি করে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদগুলোর সঙ্গে সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ নানাবিধি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতা দেখিয়েছে। যা সুধিজনের দৃষ্টি কেড়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, আইনি সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও উপজেলা পরিষদের কমিটিগুলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আমরা অনেকাংশে সফল হয়েছি। হস্তান্তরিত বিভাগগুলোর কার্যক্রমে উপজেলা পরিষদ তেমন কোন ভূমিকা রাখতে না পারলেও এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমন্বয় ও পারস্পারিক যোগাযোগ তথা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা কেবল চর্চায় হাত দিয়েছি, আমরা এগিয়ে যেতে চাই পেছনে থাকতে চাই না। এই উপজেলাকে একটি আধুনিক অগ্রসর উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এর জন্য প্রয়োজন সকল মহলের নিরন্তর সহযোগিতা। উপজেলার টেকসই উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। উপজেলার স্থানীয় উন্নয়ন জনমুখি করে উপজেলা পরিষদকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কাজী আল তারিক
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

CamScanner

আমাদের প্রত্যাশা

পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে উপজেলার তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা সারা দেশের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। এরকম একটি উপজেলার জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি নিজেকে গৌরাবান্বিত ও ধন্য মনে করি। অত্র এলাকার নারী জনপ্রতিনিধি হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। বেলা প্রকাশন, পঞ্চগড় [illegible] ড. সাবিনা ইয়াসমিন মাহমুদ এর নির্দেশনায় আলোচ্য এ উপজেলায় ৪০০ জন [illegible]

পরিশেষে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি জনগণের পাশে থেকেছি, আজীবন থাকব এই প্রত্যাশায়।

[illegible] গরীব ও মেধাবী মেয়ে সাথে

সাই

নিলুফার ইয়াসমিন
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

CamScanner

সম্পাদকীয়

অর্থনীতিতে একটি কথা আছে চাহিদা ও যোগানের সমতায় ভারসাম্য হয়। কিন্তু যুগপৎ চাহিদা ও যোগানের সমতা আনা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারন উপজেলা পরিষদের সম্পদের যোগান সীমিত। বলতে গেলে চাহিদার সিকি ভাগ। এই সিকি ভাগ সম্পদের যোগান দিয়েও ষোলআনা চাহিদা পূরণ করা সম্ভব যদি উপজেলা পরিষদের বিক্ষিপ্ত সম্পদ প্রবাহকে একটি কেন্দ্র থেকে সমন্বয় করা হয়। আর এই সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। জনগনের চাহিদা ভিত্তিক পরিকল্পিত প্রকল্প একদিকে যেমন কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিত করে অন্যদিকে তেমনি সুশাসন নিশ্চিত করতঃ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। ফলে সম্পদের অপচয় রোধ হয়।

পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তথ্য ও শ্রম দিয়ে দিন-রাত সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে এই পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ আরিফ হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

CamScanner

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ ঃ ভূমিকা	১০
১.১	ভূমিকা	
১.২	পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিচিতি	
১.৩	পঞ্চগড় সদর উপজেলার নামকরন	
১.৪	পঞ্চগড় সদর উপজেলার ঐহিত্য	
১.৫	পঞ্চগড় সদর উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	
১.৬	প্রত্যাশা	
	দ্বিতীয় অংশ ঃ উপজেলা তথ্য ভান্ডার	২৩
২.১	উপজেলার মৌলিক তথ্য	
	তৃতীয় অংশ ঃ পরিকল্পনা ও পরিচিতি	
৩.১	পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	
৩.২	পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল	
৩.৩	পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা	
৩.৪	সীমাবদ্ধতা	
	চতুর্থ অংশ ঃ আগামী ৫ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষিত	২৬
৪.১	পঞ্চগড় সদর উপজেলার স্বপ্ন	
৪.২	পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভাগভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা	
৪.৩	আগামী পাচঁ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি	
	পঞ্চম অংশ ঃ বাজেট	২৮
৫.১	বাজেট সার সংক্ষেপ	
৫.২	উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট	
৫.৩	উপজেলা পরিষদের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট	
৫.৪	উপজেলা পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট	
৫.৫	উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট	
৫.৬	উপজেলা পরিষদের ২০২৪-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট	
	ষষ্ঠ অংশ ঃ মনিটরিং, সুশাসন, উপসংহার ও ফটোগ্রাফি	৪৫
৬.১	মনিটরিং	
৬.২	সুশাসন	
৬.৩	উপসংহার	
৬.৪	ফটোগ্রাফি	

CamScanner

প্রথম অংশ ঃ ভূমিকা

১.১ ভূমিকা ঃ

সাধারণত পরিকল্পনা বলতে লক্ষ অর্জনের জন্য কর্ম পদ্ধতিকে বুঝায়। একটি সচেতন ও পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বিবিধ সম্পদকে সুবিবেচিত ও সুস্পষ্টভাবে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মূল কথা হলো পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয় বস্তুর একটি হচ্ছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক নীতি বিশেষত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি বা দেশ বা সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং নিম্ন থেকে উর্ধ্বমুখী পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনা পূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদেও পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরুপণ ও সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলায় সকল তথ্য সম্বলিত একটি তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন করেছে। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯, পরিষদ উহার এখতিয়ারভূক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করার বিধান উল্লেখ রয়েছে।

১.২ পঞ্চগড় সদর উপজেলার পরিচিতি ঃ

ভৌগলিক পরিচিতি :

২৬-২০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮.৩৪ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত পঞ্চগড় জেলার ভৌগলিক অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৭ সালে স্যার সিরিল রাডক্লিফ কর্তৃক নির্দেশিত এই জেলার সীমান্ত রেখা অত্যন্ত আঁকাবাঁকা ও ভংগুর। পঞ্চগড় জেলার তিন দিকেই ভারতীয় সীমান্ত। পঞ্চগড় জেলার সাথে ভারতীয় সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ২৮৬.৮৭ কিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে ভারতের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, উত্তর পূর্ব ও পূর্বে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং বাংলাদেশের নীলফামারী জেলা, পশ্চিমে ভারতে পুর্নিয়া ও উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা অবস্থিত।

রেডক্লিভ রোয়েদাদ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ৩০ টি থানার মধ্যে ৯টি সম্পূর্ণ এবং একটি আংশিকভাবে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট ২০ থানার মধ্যে পৌরসভা, পত্নীতলা ও ধামইরহাট থানাকে রাজশাহী জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। একই সময় জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ, বোদা, তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড় থানাকে কেটে যুক্ত করা হয় দিনাজপুর জেলার সঙ্গে।

স্যার রেডক্লিভ ১৯৪৭ সালে দিনাজপুর জেলার অংশ হিসেবে পঞ্চগড় অঞ্চলে নিম্নরূপ সীমানা নির্ধারণ করেন :

A line shall he drawn along the houndary between the thana of `Phansidewa' in the district of Darjeeling and the thana 'Tetulia' in the district of 'Jalapaiguri' from the point where the boundary meets the province of Bihar and then along the boundary between the thana of 'Tetulia' and Rajgang : The thanas of 'Panchagarh' and 'Rajganj' : and the thana of 'Panchagarh' and 'Jalpaigue' : and shall then Continue along the morthern Corner of hte thana 'Debigang'. to the boundary of the state of 'Cooch Bihar'. The district of Darjeeling and so much of the district of the district of Jalpaiguri as lies north of this line shall belong to west Bengal. উল্লিখিত বঙ্গানুবাদ মোটামুটি এরকম- বিহার প্রদেশের সীমানা যেস্থানে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা স্পর্শ করেছে, সেখান থেকে একটি রেখা দার্জিলিং জেলার ফাসিদেওয়া থানা এবং জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া থানার মধ্য দিয়ে টানা যেতে পারে। এরপর রেখাটি তেঁতুলিয়া ও রাজগঞ্জ থানার মধ্য দিয়ে এবং পঞ্চগড় ও রাজগঞ্জ থানা, অতঃপর পঞ্চগড় এবং জলপাইগুড়ি থানার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, দেবীগঞ্জ থানার উত্তর কোণকে স্পর্শ করে কোচবিহার রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা দুটি এই রেখার উত্তর প্রান্তে অবস্থান করতে এবং তা হবে ভারতীয় ভূখন্ডের অন্তর্ভূক্ত।

রেডক্লিভ মিশন কর্তৃক পঞ্চগড় থার সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়ন কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় জটিলতা। সে সময় সমস্ত ইউনিয়নকে তৎকালীন পাকিস্তানভূক্তির দাবী উঠেঠিলো। কিন্তু কার্যত তা বাস্তবায়ন হয়নি। এই অমিমাংশিত বিষয় দু'দুইবার রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পর্যায়ে চুক্তি দ্বারা নির্দেশিত হয়: প্রথমত "নেহেরুনুন চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, দ্বিতীয়ত "মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয় ১৬ই মে ১৯৭৪ সালে।

১.৩ পঞ্চগড় সদর উপজেলার নামকরন ঃ

বৃটিশ শাসনামলে এ জেলাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৯১১ সালে জলপাইগুড়ি জেলার একটি পূর্ণাঙ্গ থানা রুপে পঞ্চগড় থানা আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সময়ে থানাটির সদর দপ্তর বর্তমান পঞ্চগড় সদর উপজেলার অন্তর্গত জগদল নামক স্থানে

CamScanner

অবস্থিত ছিল। পরবর্তীতে পরিবেশ ও যোগাযোগগত কারণে জগদল হতে থানা সদর দপ্তরটি স্থানান্তর করে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পঞ্চগড় থানাটি দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দীর্ঘ দিনের জনতার দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে ১ জানুয়ারী ঠাকুরগাঁও মহকুমার পাঁচটি থানা- তেঁতুলিয়া, আটোয়ারী, বোদা, বেদীগঞ্জ এবং পঞ্চগড় নিয়ে পঞ্চগড় মহকুমা সৃষ্টি হলে এ মহকুমার সদর দপ্তর পঞ্চগড় থানা স্থাপিত হয়। ১৯৮৪ সালে ১ ফেব্রুয়ারী পঞ্চগড় মহকুমা জেলা ঘোষিত হলে পঞ্চগড় সদর উপজেলাটি পঞ্চগড় জেলাভূক্ত হয়। পঞ্চগড় সদর উপজেলার মানচিত্র ঃ

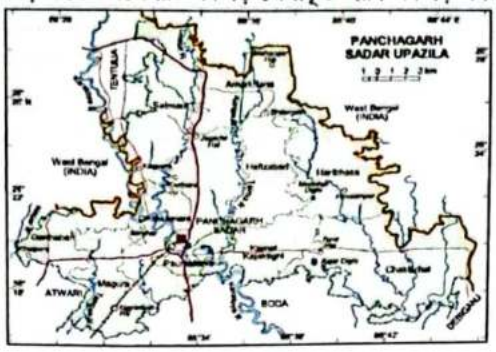

১.৪ পঞ্চগড় সদর উপজেলার ঐতিহ্য ঃ

বহ আর্বতন ও বিবর্তনের মধ্যদিয়ে পঞ্চগড় জেলার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে এবং এখনো তা অব্যাহত রয়েছে। পঞ্চগড় নামকরনেও রয়েছে এক ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস। পঞ্চগড় নামকরণ সমন্ধে কেহ কেহ মনে করেন যে, এ অঞ্চলটি অতি প্রাচীনকালে 'পুন্ড্রনগর রাজ্যের অর্ন্তগত 'পঞ্চনগরী' নামে একটি অঞ্চল ছিল। কালক্রমে পঞ্চনগরী 'পঞ্চগড়' নামে আত্মপ্রকাশ করে। 'পঞ্চ' (পাঁচ) গড়ের সমাহার 'পঞ্চগড়' নামটির অপভ্রাংশ 'পঞ্চগড়' দীর্ঘকাল এই জনপদে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের নাম যে, পঞ্চগড়ই ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বস্তুতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে 'পঞ্চ' শব্দটি বিভিন্ন স্থানের নামের সাথে যুক্ত হয়েছে। যেমন- পঞ্চনদ, পঞ্চবটি, পঞ্চনগরী পঞ্চগৌড় ইত্যাদি। সুতরাং পঞ্চগৌড়ের একটি অংশ হিসেবে প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পঞ্চগড়ের নামকরনের সম্ভাবনা থেকে যায়। অর্থ্যাৎ পঞ্চগৌড়>পঞ্চগোড়>পঞ্চগড়। অবশ্য বহুল প্রচলিত মত এই যে, এই অঞ্চলের পাঁচটি গড়ের সুস্পষ্ট অবস্থানের কারণেই পঞ্চগড় নামটির উৎপত্তি। গড়গুলো হচ্ছে, ভিতরগড়, মীরগড়, হোসেনগড়, রাজনগড় ও দেবেনগড়।

পঞ্চগড় একটি প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন ও মধ্য যুগে এই ভূখন্ডের পাশেই ছিল মগধ, মিথিলা, গৌর, নেপাল, ভূটান, সিকিম ও আসাম রাজ্যের সীমান্ত। আধুনিককালের মত অতীত কালেও জনপদটি ছিল সীমান্ত অঞ্চল। এই ভূখন্ডটি পর্যায়ক্রমে শাসিত হয়েছে প্রাগ- জ্যোতিষ, কামরূপ, কামতা, কুচবিহার ও গৌর রাজ্যের রাজা, বাদশা, সুবাদার এবং বৈকুন্ঠপুর অঙ্গ- রাজ্যের দেশীয় রাজা ও ভূ-স্বামীদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। খ্রীস্টীয় ২য়, ৩য় শতকের মধ্যে রাজা 'শালিবাহন' রাজা 'পৃথু' এবং রাজা 'জল্লেশ' পঞ্চগড়ের শালবাহান ও ভিতরগড় এলাকায় রাজ্য, নগর ও সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তুলেছিলেন। মৌর্য, গুপ্ত ও পাল (দেবপাল ধর্মপাল) রাজন্যবর্গও এই অঞ্চল শাসন করেছিলেন।

মধ্যযুগের শুরুতেই প্রথম মুসলিম বঙ্গবিজীয় সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন খলজি তাঁর বহ বিতর্কিত তিব্বত অভিযানের এক পর্যায়ে পঞ্চগড় জনপদের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সুলতান হোসেন শাহ এবং কামতার রাজা নীলধ্বজ তেঁতুলিয়া থানার দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেন। সুলতান জালাল উদ্দিন ফাতেশাহ, সুলতান বারবক শাহ, শেরশাহ, খুররম খাঁ (শাহজাহান), মীরজুমলা, সুবাদার ইব্রাহীম খাঁ ফতে জঙ্গ এবং অন্ত মধ্যযুগে দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, ফকির মজনুশাহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পঞ্চগড় জনপদের নাম ও স্মৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত। ষোড়শ শতকে কুচবিহার রাজ্য গঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পঞ্চগড় অঞ্চল মূলত কোচ রাজন্যবর্গের দ্বারাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পঞ্চগড় থানাটি দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৮০ সালে ১লা জানুয়ারী ঠাকুরগাঁও মহকুমার ৫টি থানা তেতুলিয়া, পঞ্চগড় সদর, আটোয়ারী, বোদা ও দেবীগঞ্জ নিয়ে পঞ্চগড় মহকুমা সৃষ্টি হয়। মহকুমার সদর দপ্তর পঞ্চগড় থানায় স্থাপিত হয়। প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব সৈয়দ আব্দুর রশিদ (০১-০১-১৯৮০ থেকে ৩১-১২-১৯৮২)। ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পঞ্চগড় মহকুমা জেলায় উন্নীত হয়। পঞ্চগড় জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আ.স.ম. আব্দুল হালিম (০১-০২-১৯৮৪ থেকে ১৬-০৬-১৯৮৫)। বর্তমানে জনাব সাবিনা ইয়াসমিন জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

১.৫ পঞ্চগড় সদর উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

বর্তমানে পঞ্চগড় অঞ্চলে প্রচলিত শব্দাবলী মূলত প্রাকৃত ও প্রাচীন বাংলারই সামান্য পরিবর্তিত রূপ। পালি, প্রাকৃত, প্রাচীন মধ্য বাংলা এবং ব্রজবুলি- আসামী- হিন্দী- বিহারী ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ এই অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। মুন্ডা ও সাঁওতালী ভাষার কয়েকটি শব্দ যেমন

CamScanner

চাউলি, চুলা, জাইত, পাড়া, হাল, ডোঙ্গা, মেয়েছেলে, বেটাছেলে, মেয়েলোক ইত্যাদি এই অঞ্চলে প্রচলিত। স্বামী অর্থে 'ভাতার' বিবা অর্থে 'বিহা' যুবক যুবতি অর্থে 'গাভুর' বিধবা অর্থে 'আড়ি' বাউন্ডেলে অর্থে 'বাউদিয়া' স্ত্রী অর্থে 'মাইয়া' ঘর জামাই অর্থে 'ডাঙ্গুয়া' ব্যাথা অর্থে 'বিষ' ইত্যাদি শব্দগুলো পঞ্চগড়ের ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নজরুল পাঠাগারকে কেন্দ্র করে পঞ্চগড়ে সাংস্কৃতিক চর্চা গতিশীল হয়ে উঠে। অসংখ্য বই, মানচিত্র, বিশ্বকোষ, রচনাবলী ইত্যাদির সমৃদ্ধ সংগ্রহে এই পাঠাগারটি ছিল পঞ্চগড় অঞ্চলের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার এক অমূল্য তীর্থ ক্ষেত্র। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাঠাগারের অনেক মূল্যবান বই ও এনসাইক্লোপিডিয়া জ্বালিয়ে দেয়।

পঞ্চগড় অঞ্চলে আঞ্চলিক ও লোকাল সংস্কৃতির মধ্যে 'হলির গান' সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। হিন্দুদের হলি পুজা থেকে হলির গান নামটির উৎপত্তি হলেও সমসাময়িক ঘটনা বা অসংগতিপূর্ণ সামাজিক চিত্র, প্রেম কাহিনী ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেও ব্যাঙ্গাত্মক ও রসাত্মকভাবে এই গান পরিবেশিত হয়। সাধারণত শীতকালে রাতের বেলায় এ গান পরিবেশিত হয়। হলি পালা শ্রেণীর গান। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা থাকে ১০- ২০ জন পর্যন্ত। এই গানে যেমন রয়েছে নাটকীয়তা তেমনি আছে কাহিনীর ধারাবাহিক বিন্যাস। কাহিনীকে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য একজন ছোকরা (মেয়ের সাজে ছেলে অভিনেতা) এবং একজন সং (জোকার) উপস্থিত থাকে। এরাই দর্শক ও শ্রোতার মনযোগ আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। হলি পরিবেশনের সময় ঢোল, বাঁশি, কাসর, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র এবং বর্ণিল পোশাক ব্যবহৃত হয়।

১.৬ প্রত্যাশা ঃ

পঞ্চগড় সদর উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়নকল্পে, পঞ্চগড় সদর উপজেলার জনগণের প্রয়োজনীয় বাস্তবভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় অংশ ঃ উপজেলা তথ্য ভান্ডার

২.১ এক নজরে পঞ্চগড় সদর উপজেলার মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

২.১.১ সাধারণ তথ্য

জেলা	:	পঞ্চগড়
উপজেলা	:	পঞ্চগড় সদর
সীমানা	:	উত্তরে তেঁতুলিয়া উপজেলা দক্ষিণে বোদা উপজেলা, পূর্বে ভারতের জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিমে আটোয়ারী উপজেলা অবস্থিত।
জেলা সদর	:	০ কি:মি:
আয়তন	:	৩৪৭.০৮ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	:	২,২৯,২৩৭ জন (প্রায়)
	পুরুষঃ	১,১৮,২২৬ জন (প্রায়)
	মহিলাঃ	১,১১,০১১ জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব	:	৬৬০ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার সংখ্যা	:	১,৫০,৯৭৬ জন
	পুরুষভোটার সংখ্যা	৭৫,৭৭০ জন
	মহিলা ভোটার সংখ্যা	৭৫,২০৬ জন
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	:	১.৭২%
মোট পরিবার (খানা)	:	৪৭,১৯১ টি
নির্বাচনী এলাকা	:	১, পঞ্চগড়-০১
গ্রাম	:	৫১৫ টি
মৌজা	:	৭৪ টি
ইউনিয়ন	:	১০ টি
পৌরসভা	:	০১ টি
এতিমখানা সরকারী	:	০১ টি
এতিমখানা বে-সরকারী	:	০৭ টি
মসজিদ	:	৪৪৭ টি
মন্দির	:	৫৯ টি

CamScanner

নদ-নদী	:	৬ টি
হাট-বাজার	:	৩২ টি
ব্যাংক শাখা	:	১৬ টি
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস	:	০৯ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	:	০১ টি
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প	:	৮১ টি
বৃহৎ শিল্প	:	০৫ টি

২.১.২ কৃষি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

মোট জমির পরিমাণ	:	৩৩,৮৪৪ হেক্টর
নীট ফসলী জমি	:	৫৫,২৫৬ হেক্টর
মোট ফসলী জমি	:	৫৫,২৫৬ হেক্টর
এক ফসলী জমি	:	৬,২০৪ হেক্টর
দুই ফসলী জমি	:	১৩,৯২০ হেক্টর
তিন ফসলী জমি	:	৭,০৭৪ হেক্টর
গভীর নলকূপ	:	৩৪ টি
অ-গভীর নলকূপ	:	৩,৭০০ টি
শক্তি চালিত পাম্প	:	০৩ টি
বন্নক সংখ্যা	:	১৮ টি
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা	:	২৯,০২০ মেঃ টন
নলকূপের সংখ্যা	:	২,৫৭৫ টি

২.১.৩ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	৭৭ টি
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	৭৬ টি
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	নাই
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	:	১৬ টি
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা	:	৩৪ টি
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা)	:	১৮ টি
দাখিল মাদ্রাসা	:	২১ টি
আলিম মাদ্রাসা	:	০৩ টি
ফাজিল মাদ্রাসা	:	০১ টি
কামিল মাদ্রাসা	:	০১ টি
কলেজ(সহপাঠ)	:	০৫ টি
কলেজ(বালিকা)	:	০১ টি
শিক্ষার হার	:	৪৫.৭%
	পুরুষঃ	৫১.০%
	মহিলাঃ	৪০.০%

২.১.৪ ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

মৌজা	:	৭৪ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	:	১০ টি
পৌর ভূমি অফিস	:	
মোট খাস জমি	:	৪৬৫০.৯৫ একর
কৃষি	:	১৪২৯.৯৭ একর
অকৃষি	:	৩২২০.৯৮ একর

CamScanner

বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি	:	×
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)	:	সাধারণ=৪০,৩৯,৩৭৩/- সংস্থা = ৮,৫৮,৫৫৫/-
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)	:	সাধারণ=২৪,৭২,০৯৮/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = ৪৭,২৯৫/-
হাট-বাজারের সংখ্যা	:	৩২ টি

২.১.৫ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

আধুনিক সদর হাসপাটাল	:	০১ টি
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	:	০১ টি
বেডের সংখ্যা	:	১০০ টি
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	:	৩৬ টি
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা	:	১২ জন।
সিনিয়র নার্স সংখ্যা	:	২৪ জন। কর্মরত=১৪ জন
সহকারী নার্স সংখ্যা	:	০৫ জন

২.১.৬ যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

পাকা রাস্তা	:	৭৪ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	:	৭১ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	:	৭৮৫ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	:	১৩৮৪ টি
নদীর সংখ্যা	:	০৭ টি

২.১.৭ মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

পুকুরের সংখ্যা	:	৭,৪৫৪ টি
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী	:	
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী	:	০১ টি
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা	:	৬,১৮০ মেঃ টন
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন	:	৫,৫১৩ মেঃ টন

২.১.৮ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	:	০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	:	০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	:	০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা	:	০৩ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা	:	১১ টি
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে, ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার	:	অসংখ্য
গবাদির পশুর খামার	:	২২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	:	৯৬ টি

২.১.৯ সমবায় সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	:	০৪ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	:	০৩ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	:	০৭ টি

CamScanner

বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	:	৩১ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	:	১১ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ	:	০৬ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি	:	০৪ টি
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	:	১০৯ টি
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ	:	০১ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ	:	৫৬ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ	:	১৪ টি
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	:	৫২ টি
চালক সমবায় সমিতি	:	০৩ টি

২.১.১০ একটি বাড়ী একটি খামার সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

ক) মোট অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন

(অমরখানা, হাফিজাবাদ, পঞ্চগড় সদর, কামাত কাজলদিঘী, চাকলাহাট, সাতমেরা, হাড়িভাসা, ধাক্কামারা, মাগুড়া ও গরিনাবাড়ী) : ১০ টি।

খ) মোট সমিতি : ৯০ টি।

গ) মোট সদস্য : ৫,১৭২ জন।

পুরুষ : ২,৩৬৪ জন।

মহিলা : ২,৮০৮ জন।

২.১.১১ সমাজ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

ক) নিবন্ধনকৃত ক্লাব / স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান : ১৩০ টি।

খ) যুব উন্নয়নের আওতায় রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতি : ২০ টি।

গ) নিবন্ধনকৃত এতিমখানা : ০৪ টি।

ঘ) বয়স্ক ভাতা ভোগী : ৩৭৭৪ জন।

ঙ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুস্থ মহিলাভাতা ভোগী : ২২৯৪ জন।

চ) প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগী : ৩৮৪ জন।

ছ) উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী : ১৯ জন।

জ) মোট মুক্তিযোদ্ধা : ৬৮ জন।

ঝ) ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা : ৫২ জন।

ঞ) ভি.জি.ডি কার্ডধারী : ২,৭৬১ জন।

ট) ভি.জি.এফ কার্ডধারী : ১,৬০০ জন।

ঠ) মাতৃত্ব কালীন ভাতা ভোগী : ১৮৯ জন।

ড) ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা : ৩০১ জন।

২.১.১২ উৎপাদিত প্রধান প্রধান পণ্য ঃ

~~পাথর~~, চা, ~~কমলা~~, ধান, ~~তরমুজ~~। টমেটো, বাদাম, ভুট্টা, আলু, তরমুজ

২.১.১৩ প্রধান প্রধান নদী ঃ

পঞ্চগড় ভূ-খন্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর উৎস মূলতঃ ভারতের পাহাড়ী অঞ্চল। পঞ্চগড় সদর উপজেলার উপর দিয়ে চাওয়াই, করতোয়া, তালমা ও কুরম নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। করতোয়া নদীটি পঞ্চগড় জেলা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত, সদর উপজেলার নদীটি ২০ কি.মি. দীর্ঘ।

২.১.১৪ দর্শনীয় স্থান ঃ

ক্রমিক	নাম	কিভাবে যাওয়া যায়	অবস্থান
০১	মহারাজার দিঘী	পঞ্চগড় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল হতে তেঁতুলিয়াগামী বাসযোগে বোর্ড অফিস নামক স্থান হয়ে রিক্সা/ভ্যান যোগে পূর্বদিকে ০৫ কিলোমিটার।	
০২	রকস্ মিউজিয়াম	পঞ্চগড় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে রিক্সাযোগে পঞ্চগড় সরকারী মহিলা কলেজ। পঞ্চগড় সরকারী মহিলা কলেজে রকস্ মিউজিয়ামটি অবস্থিত।	
০৩	ভিতরগড় দুর্গনগরী	পঞ্চগড় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল হতে তেঁতুলিয়াগামী বাসযোগে বোর্ড অফিস নামক স্থান হয়ে রিক্সা/ভ্যানযোগে পূর্বদিকে ০৫ কিলোমিটার।	

০৪। [illegible]

CamScanner

তৃতীয় অংশ ঃ পরিকল্পনা ও পরিচিতি

৩.১ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদে জনসাধারনের অবস্থা ও সারাদেশের জনসাধারনের অবস্থা খাত ভিন্নতর হয়। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দ্যেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন ;

(খ) আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে ;

(গ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

৩.২ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল ঃ

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদ দ্বিতীয় বারের মত একটি পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অগ্রগতি বিষয়ে পুনরায় পরিষদের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাকে নিয়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া পরিকল্পনা বইটি পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। পরিকল্পনা ও তথ্য বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

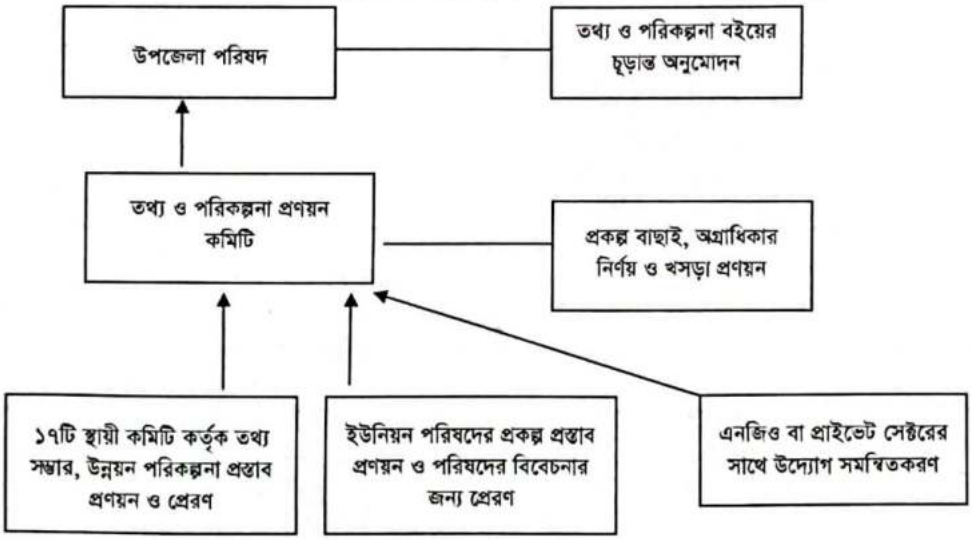

(ক) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে ;

(খ) পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করতে সহায়তা করেছে এবং বাজট তৈরীতে সহয়তা করবে ;

(গ) উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারী জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে ;

CamScanner

(ঘ) পরিকল্পনা কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারী, বেসরকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের আহবান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

৩.৩ পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছর

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়
০১	অমরখানা ইউপি'র কাজিরহাট বাজারে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
০২	অমরখানা ইউপি'র গোয়ালপাড়া গ্রামের জহরের বাড়ির সামনে পানি নিস্কাশনের জন্য ইউ ড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
০৩	অমরখানা ইউপি'র মডেলহাট বাজারে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
০৪	অমরখানা ইউপি'র ১নং- ৯নং ওয়ার্ডের পানি নিস্কাশনের জন্য রিং পাইপ নির্মাণ ও স্থাপন।	২,০০,০০০/-
০৫	অমরখানা ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের বোর্ড বাজারে জনসাধারণের জন্য গনশৌচাগার নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
০৬	হাফিজাবাদ ইউপি'র পাঠানপাড়া থেকে কামার পাড়া আবু হাসানের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
০৭	হাফিজাবাদ ইউপি'র ফুলপাড়া সফি ডাঃ এর বাড়ী হতে বামনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	২,৫০,০০০/-
০৮	হাফিজাবাদ ইউপি'র শেখের হাট রাস্তা হয়ে ভুমিজের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
০৯	হাফিজাবাদ ইউপি'র দ্বারিকামারী-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যারয়ে উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ।	৩,০০,০০০/-
১০	হাফিজাবাদ ইউপি'র রাজ মহল প্রতিবন্ধী স্কুলে শিশুদের জন্য খেলার সামগ্রী সরবরাহকরন।	২,৫০,০০০/-
১১	হাফিজাবাদ ইউপি'র দলুয়া পাড়া রঞ্জুর বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১২	হাফিজাবাদ ইউপি'র পূর্ব টোকা পাড়া হাকিমের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১৩	হাফিজাবাদ ইউপি'র মাধই পাড়া হবির বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১৪	হাফিজাবাদ ইউপি'র মাহানপাড়া গ্রামের হামিদুলের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১৫	হাফিজাবাদ ইউপি'র সরদার পাড়া গ্রামের তুফানের বাড়ির সামনে ব্রিজ নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-
১৬	পঞ্চগড় ইউপি'র নূর আক্তার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার করণ।	২,০০,০০০/-
১৭	পঞ্চগড় ইউপি'র রাজনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার করণ।	২,০০,০০০/-
১৮	পঞ্চগড় ইউপি'র কাজিপাড়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
১৯	কামাত কাজল দিঘী ইউপি কমপ্লেক্স ভবনের গেইট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
২০	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র কুচিয়ামোড় টেংনাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
২১	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র বড়বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
২২	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র ঘাগড়া খোচাবড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
২৩	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র সিপাইপাড়া-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
২৪	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র গলেহা ফাজিল মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর সংস্কার।	১,৫০,০০০/-
২৫	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র ঘটবর এতিমখানায় টয়লেট নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
২৬	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র কাজলদিঘী টুনিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	৫,৬৮,০০০/-
২৭	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র টুনিরহাট বাজারে বট গাছের বসার স্থানের জন্য গোড়া পাকা করণ ও টাইলস লাগানো।	২,৫০,০০০/-
২৮	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র টুনিরহাট পাঁকা রাস্তা হতে কাজলদিঘী টুনিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
২৯	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র ঘটবর কমিউনিটি ক্লিনিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩০	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র বোষপাড়া মন্তাজের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ফুড ব্রিজ নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৩১	চাকলাহাট ইউপি'র টুনিরহাট হতে চাকলাহাট সীমানায় পাঁকা রাস্তার ধারে স্বাগতম তোরন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩২	চাকলাহাট ইউপি'র তহশিলদার পাড়া খোরশেদের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৩৩	চাকলাহাট ইউপি'র কেকুপাড়া কাদেরের বাড়ীর উত্তরে একখানি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৩৪	চাকলাহাট ইউপি'র নতুন বস্তি কালাম উকিলের বাড়ীর পশ্চিমে ইউড্রেন নির্মান।	১,২০,০০০/-
৩৫	চাকলাহাট ইউপি'র ভান্ডারগ্রাম মজিবরের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৩৬	চাকলাহাট ইউপি'র ভান্ডারগ্রাম মজিবরের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৩৭	চাকলাহাট ইউপি'র পন্ডিতপাড়া শরিফুলের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৩৮	চাকলাহাট ইউপি'র বামনের কামাত জাহিদুলের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৩৯	চাকলাহাট ইউপি'র খুনিয়াপাড়া বাদশার বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-

CamScanner

৪০	চাকলাহাট ইউপি'র ভূজারীপাড়া মনছুর আলীর বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৪১	চাকলাহাট ইউপি'র প্রধানপাড়া মনুর বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৪২	চাকলাহাট ইউপি'র বঙ্গবন্ধু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
৪৩	সাতমেরা ইউপি'র টিটিহিপাড়া গ্রামের মকবলের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা ইউ ড্রেন নিমার্ণ। বকশিগঞ্জ পুরনো জামে মসজিদের অজু খানা ও সৌচাগার নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৪৪	সাতমেরা ইউপি'র ৪নং ওয়ার্ডে ঝিটকী খুড়া গ্রাগের ইউসুসের বাড়ীর দক্ষিণে ইউ ড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৪৫	সাতমেরা ইউপি'র ৮নং ওয়ার্ডের জোত সাওদা গ্রামের মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য অসমাপ্ত ড্রেন নির্মাণ।	১,৩০,০০০/-
৪৬	সাতমেরা ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের সাতমেরা করতোয় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৪৭	সাতমেরা ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের সাতমেরা করতোয় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ উচু করন।	২,০০,০০০/-
৪৮	সাতমেরা ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের মাঝিপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৪৯	হাড়িভাসা ইউপি'র পাহাড়তলি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫০	হাড়িভাসা ইউপি'র মধ্য জিন্নাতপাড়া মসজিদে পাঁকা ল্যাট্রিন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫১	হাড়িভাসা ইউপি'র জোত বাহাদী পাড়া মসজিদে পাঁকা ল্যাট্রিন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫২	হাড়িভাসা ইউপি'র নাঠুয়া পাড়া মসজিদে পাঁকা ল্যাট্রিন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৩	হাড়িভাসা ইউপি'র পাপিয়া পাড়া মসজিদে পাঁকা ল্যাট্রিন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৪	হাড়িভাসা ইউপি'র নালা গঞ্জ (রিজুজিপাড়া) মসজিদে পাঁকা ল্যাট্রিন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৫	হাড়িভাসা ইউপি'র হাড়িভাসা স্বাস্থ্য কল্যান ও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক এর জন্য ১টি টেবিল ও চেয়ার ক্রয়।	১,০০,০০০/-
৫৬	হাড়িভাসা ইউপি'র হাড়িভাসা বাজারের এলজিইডি রোড এর পারে পানির স্রোতে ভেংঙ্গে যাওয়া নালা নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৭	হাড়িভাসা ইউপি'র ঘাগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিমে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৫৮	হাড়িভাসা ইউপি'র ভুটিয়াপাড়া মশিয়রের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৫৯	হাড়িভাসা ইউপি'র ডাবর ভাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট।	১,০০,০০০/-
৬০	হাড়িভাসা দাখিল মাদ্রাসার মেয়েদের জন্য পাঁকা ল্যাট্রিন নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
৬১	হাড়িভাসা কৃতিম প্রজনন কেন্দ্রের জন্য ফ্রিজ ক্রয়।	২,০০,০০০/-
৬২	ধাক্কামারা ইউপির মিঠাপুকুর শুকুরুর দোকান হতে পাইলটের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করন।	৫,০০,০০০/-
৬৩	মাগুড়া ইউপি'র আমলাহারা মরিয়ম নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	১,৫০,০০০/-
৬৪	মাগুড়া ইউপি'র ধনিপাড়া পরিতোষের বাড়ীর পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৬৫	মাগুড়া ইউপি'র দিঘলগ্রাম গোরস্থানের পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৬৬	মাগুড়া ইউপি'র ধনীপাড়া জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	১,২০,০০০/-
৬৭	মাগুড়া ইউপি'র লাখেরাজ ঘুমটি হিন্দুপাড়া দূর্গা মন্দিরের উত্তরে কালভার্ট নির্মাণ	২,৫০,০০০/-
৬৮	মাগুড়া ইউপি'র ৫নং ওয়ার্ডের গেদিপাড়া গ্রাম যাওয়ার রাস্তায় ধনেশের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
৬৯	মাগুড়া ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ করন।	৩,০০,০০০/-
৭০	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বিভিন্ন স্থানে কৃষি জমির পানি নিস্কাশনের জন্য ১ফিট ডায়া আর,সি,সি রিং পাইপ স্থাপন।	৩,০০,০০০/-
৭১	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র চিকনমাটি গ্রামে ভাসানীর বাড়ী হতে পশ্চিমে রাস্তার মাঝে কালভার্ট/ বক্সকালভার্ট নির্মাণ।	৪,০০,০০০/-
৭২	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ঠাটপাড়া গ্রামের মহব্বতের বাড়ী হতে পশ্চিমে মানিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাঝখানে বক্সকালভার্ট নির্মাণ।	৪,০০,০০০/-
৭৩	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া নতুন হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের যাতায়াত রাস্তার দুই পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৭৪	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া মাদ্রাসার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ ও ঘর সংস্কার করন।	২,৫০,০০০/-
৭৫	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডে জনসাধারন জন্য পানিও জল সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন।	২,৫০,০০০/
৭৬	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/
৭৭	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র মোল্লাহ পাড়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/
৭৮	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র হেল্‌থ সেন্টার বাবুলের গোডাউনের সামনে পাকা রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
৭৯	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ফুটকিবাড়ী বাজারে হাট সেট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৮০	নারী উন্নয়ন এর জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ।	৬,৭০,০০০/-

CamScanner

২০২০-২০২১ অর্থ বছর

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়
০১	চাকলাহাট ইউপি'র রতনীবাড়ী ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার ঘর মেরামত।	৩,০০,০০০/-
০২	পঞ্চগড় বিসিক নগর টেকনিক্যাল কলেজের ঘর সংস্কার।	৩,০০,০০০/-
০৩	পঞ্চগড় সদর উপজেলার কমিউনিটি ক্লিনিকের CHCPগনের বসার ২৫টি চেয়ার সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
০৪	ধাক্কামারা ইউপি'র উপ-সহকারী কৃষি অফিসের বসার চেয়ার টেবিল সরবরাহ।	১,০০,০০০/-
০৫	চাকলাহাট ইউপি'র বঙ্গবন্ধু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর ও বাউন্ডারীওয়াল সংস্কার।	৫,০০,০০০/-
০৬	পঞ্চগড় ইউপি'র কাজিপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার।	২,০০,০০০/-
০৭	অমরখানা দক্ষিণ জামে মসজিদের পার্শ্বে অবস্থিত অসমাপ্ত ড্রেনের কাজ সমাপ্ত করন।	১,৫০,০০০/-
০৮	পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ।	১০,০০,০০০/-
০৯	ধাক্কামারা ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের লাঠুয়াপাড়া বায়তুল নূর জামে মসজিদের পার্শ্বে উই ড্রেন নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
১০	বঙ্গবন্ধু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে ইউ ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
১১	হাফিজাবাদ দ্বারিকামারী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
১২	হাফিজাবাদ ইউপি'র ঠেকরপাড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
১৩	হাফিজাবাদ ইউপি'র ঘাগড়া দ্বারিকামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
১৪	পঞ্চগড় সদর উপজেলা দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ করন। (ইলেকট্রিক/ নরমাল)	৭,০০,০০০/-
১৫	পঞ্চগড় রেল ষ্টেশন হাফেজিয়া এতিমখানার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
১৬	অমরখানা ইউপি'র কাজিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,০০,০০০/-
১৭	পঞ্চগড় বিএম কলেজের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
১৮	পঞ্চগড় সদর উপজেলা দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ করন। (ইলেকট্রিক/ নরমাল)	৩,০০,০০০/-
১৯	পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।	৮,০০,০০০/-
২০	ধাক্কামারা ইউপি'র মিরগড় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বে প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন স্থানে ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
২১	কামাত কাজলদিঘী ইউপি'র গলেহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/-
২২	কামাত কাজলদিঘী ইউপির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান।	২,০০,০০০/-
২৩	১নং অমরখানা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে খাবার পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
২৪	অমরখানা ইউপি'র অমরখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত ও সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৫	অমরখানা ইউপি'র কাজিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যায়ের ঘর মেরামত ও সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৬	অমরখানা ইউপি'র শালমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত ও সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৭	অমরখানা ইউপি'র সোনারবান দাখিল মাদ্রাসায় ওয়াশরুম নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
২৮	অমরখানা ইউপি'র জামুরীবাড়ি হামিদুলের বাড়ি সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
২৯	অমরখানা ইউপি'র মধুপাড়া বজিম উদ্দীন এর বাড়ির সামনে বক্স খালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩০	অমরখানা ইউপি'র গোয়ালপাড়া সামছুলের বাড়ি হতে জহরের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩১	অমরখানা ইউপি'র কাজিরহাট আমিনার এর বাড়ি হতে হুমায়ুনের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩২	অমরখানা ইউপি'র নরদেপাড়া গ্রামের আঃ রহিমের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০/-
৩৩	অমরখানা ইউপি'র বরুয়াপাড়া শালমারা ভিতরগড় সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় এর বাউন্ডারীওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩৪	অমরখানা ইউপি'র বড়কামাত গ্রামের জীবন এর দোকান হতে হারুনের দোকান যর্পন্ত ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩৫	অমরখানা ইউপি'র তালমা রুস্তম মিস্ত্রির বাড়ির সামনে বক্সকালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩৬	ধাক্কামারা ইউপি'র মিঠাপুকুর রাস্তার সিসি ঢালাই কাজের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করণ।	৫,০০,০০০/-
৩৭	ধাক্কজামারা ইউপি'র অমরখানা মসজিদ পাঁকা রাস্তা হতে কাজিপাড়া হাই স্কুল যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৩৮	ধাক্কামারা ইউপি'র অমরখানা হতে ঈদগাঁও/কবর স্থান যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩৯	ধাক্কামারর ইউপি'র মীরগড় কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ হতে নদীর ঘাট পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেন সংস্কার।	৪,০০,০০০/-
৪০	ধাক্কামারা ইউপি'র মীরগড় বাজারের রাস্তা সিসি ঢালাই কাজের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করণ।	৩,০০,০০০/-
৪১	ধাক্কামারা ইউপি'র বাগানবাড়ী হতে মালীপাড়া রাস্তায় আসিরুলের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৪২	ধাক্কামারা ইউপি'র বেংহাড়ী সফিউলের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৪৩	ধাক্কামারা ইউপি'র দরুয়াপাড়া আইজুলের বাড়ীর সামনে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৪৪	ধাক্কামারা ইউপি'র কমলাপুর রাস্তায় রফিজ মিস্ত্রির বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	৪,৭০,০০০/-
৪৫	ধাক্কামারা ইউপি'র লাঙ্গলগাঁও বড়বাড়ী রাজ্জাকের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-

CamScanner

৪৬	ধাক্কামারা ইউপি'র তেলীপুকুরী কবর স্থানের জানাযা ঘর নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
৪৭	ধাক্কামারা ইউপি'র খোলাপাড়া জামে মসজিদের সামনে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৪৮	ধাক্কামারা ইউপি'র পূর্ব শিকারপুর কলিম উদ্দীনের বাড়ীর সামনে ব্রীজ নির্মাণ।	৪,০০,০০০/-
৪৯	ধাক্কামারা ইউপি'র খাঁনপুকুর পেট্রোল পাম্পের সামনে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ।	৩,০০,০০০/-
৫০	ধাক্কামারা ইউপি'র বাগানবাড়ী হতে পানিয়া মার্কেট রাস্তার টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার সংলগ্ন অবস্থিত বায়তুস সুজুদ মসজিদ যাওয়ার রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৫১	হাড়িভাসা ইউপি'র দুস্থ্য জনগনের মাঝে বিশুদ্ধ পানিয় জল সরবরাহের নিমিত্বে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
৫২	হাড়িভাসা ইউপি'র মাটিয়াপাড়া জামে মসজিদের পাঁকা ল্যাট্রিন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৩	হাড়িভাসা ইউপি'র (সন্নাসীপাড়া) আনছার ভিডিপি অফিস ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৫৪	হাড়িভাসা ইউপি'র মহতপাড়া রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৫	হাড়িভাসা ইউপি'র ঢাংগী পুকুরী ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৬	হাড়িভাসা ইউপি'র তেলীপাড়া কালভার্ট এর পার্শ্বে ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৫৭	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র দুস্থ্য জনগনের মাঝে বিশুদ্ধ পানিয় জল সরবরাহের নিমিত্বে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন।	২,০০,০০০/-
৫৮	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ঠাটপাড়া গ্রামে মহব্বতের বাড়ী হইতে পশ্চিমে মফিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাঝে কালভার্ট/বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-
৫৯	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া মাদ্রাসার পুরাতন ঘর সংস্কারসহ নতুন ঘর স্থাপন।	২,০০,০০০/-
৬০	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র মোল্লাহপাড়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার ও ঘরের বারান্দা নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৬১	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারের চারপার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৬২	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র মোল্লাহপাড়া মাদ্রাসার স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ঘর নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
৬৩	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ফুটকিবাড়ী বাজারের তরিকুলের দোকান হইতে ইউনিয়ন পরিষদের ড্রেন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ও স্লাব তৈরী করণ।	২,০০,০০০/-
৬৪	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র কাশিমপুর গ্রামে নুরজামালের বাড়ী হতে উত্তরে লখিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাঝে ইউড্রেন নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
৬৫	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র চিকনমাটি গ্রামে ধনেশ মাস্টারের বাড়ী হতে পশ্চিমে নবিরুলের বাড়ী পর্যন্ত রিং কালভার্ট সংস্কার।	১,৫০,০০০/-
৬৬	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র গোয়ালপাড়া বাজারে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৬৭	সাতমেড়া ইউপি'র ৯টি ওয়ার্ডের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের শস্য উৎপাদনের জন্য হস্তচালীত নলকূপ স্থাপন ও গোড়া পাকাকরন প্রকল্প।	২,০০,০০০/-
৬৮	সাতমেড়া ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের জমিরুলের বাড়ীর পূর্ব হতে পশ্চিমে রাস্তা পর্যন্ত হাউস এর মাধ্যমে পাইপ সংযোগ করে কৃষি জমির পানি নিস্কাশন প্রকল্প।	২,২০,০০০/-
৬৯	সাতমেড়া ইউপি'র ২নং ওয়ার্ডের বকুল ড্রাইভারের বাড়ী হইতে পশ্চিম দক্ষিণে হাউসের মাধ্যমে পাইপ সংযোগ করে কৃষি জমির পানি নিস্কাশন প্রকল্প।	১,৭৫,০০০/-
৭০	সাতমেড়া ইউপি'র ৮নং ওয়ার্ডের পারমন্দীনের বাড়ী দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন স্থানে হাউসের মাধ্যমে পাইপ সংযোগ করে কৃষি জমির পানি নিস্কাশন প্রকল্প।	১,৭৫,০০০/-
৭১	সাতমেড়া ইউপি'র ৮নং ওয়ার্ডের ভেলকুপাড়া মকলেছুরের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে হাউসের মাধ্যমে পাইপ সংযোগ করে কৃষি জমির পানি নিস্কাশন।	১,৭৫,০০০/-
৭২	সাতমেড়া ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের নতুন হাট জামে মসজিদের ল্যাট্রিন ও প্রশ্রাবখান নির্মাণ।	১,২০,০০০/-
৭৩	সাতমেড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে মসজিদের ওযুখানা ও জনসাধারনের বসার জন্য আরসিসি বেঞ্চ নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
৭৪	সাতমেড়া ইউপি'র সাহেবু জোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মাণ।	৭৫,০০০/-
৭৫	সাতমেড়া ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের করতোয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ উচুকরণ।	২,০০,০০০/-
৭৬	সাতমেড়া ইউপি'র সকল উচ্চ বিদ্যালয় সমুহে খেলার সামগ্রী সরবরাহ করন।	২,০০,০০০/-
৭৭	মাগুড়া ইউপি'র ২নং ওয়ার্ডের ধনীপাড়া গ্রামের আবুলের বাড়ি হতে পূর্বদিকে সালামের বাড়ি পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্য ইউড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৭৮	মাগুড়া ইউপি'র ২নং ওয়ার্ডের ধনীপাড়া গ্রামের ইউসুপের বাড়ির উত্তর পার্শ্বে পাকা রাস্তার গাইডওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৭৯	মাগুড়া ইউপি'র ২নং ওয়ার্ডের নূর আলমের বাড়ির পূর্বপার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মান।	২,০০,০০০/-
৮০	মাগুড়া ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের লাখেরাজ ঘুমটি গ্রামের রাস্তা ভাঙ্গন রোধে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-

CamScanner

৮১	চাকলাহাট ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডে বানিয়াপাড়া গ্রামের হোসেন আলীর বাড়ির সামনে একটি কালভর্ট নির্মাণ।	১,৫০,০০/-
৮২	চাকলাহাট ইউপি'র পেটুপাড়া গ্রামের হান্নান শেখের চা বাগানের সামনে একটি কালভার্ট নির্মাণ।	২,০,০০০/-
৮৩	চাকলাহাট ইউপি'র দক্ষিণ ভাটিয়া পাড়া গ্রামের জলিলের বাড়ির সামনের কালভার্ট নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-
৮৪	চাকলাহাট ইউপি'র ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের চেয়ারম্যান কক্ষে সেক্রেটারি টেবিল, ফাইল কেবিনেট, ষ্টিল আলমীরা, ১২টি গদির চেয়ার সরবরাহ করন।	২,০০,০০০/-
৮৫	চাকলাহাট ইউপি'র কহুরুর হাটে হাটসেড সংস্কার।	১,৫০,০০০/-
৮৬	চাকলাহাট ইউপি'র সামনে রাস্তায় একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-

২০২১-২০২২ অর্থ বছর

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
০১	জগদল বাজার পাঁকা রাস্তা হতে বানিয়াপাড়া রাস্তা পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
০২	কামাত কাজলদিঘী ইউপি'র ছচপাড়া মামাভাগনা খালের পার্শ্বে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ।	২,৪০,০০০/-
০৩	পঞ্চগড় সদর উপজেলার কায়েত পাড়ায় ড্রেন মেরামত ও সংস্কার করন।	২,৪৮,০০০/-
০৪	চাকলাহাট ইউপি'র চাকলাহাট বাজার ভ্যান ষ্ট্যান হতে বাজার পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-
০৫	অমরখানা-সাতমেরা ভাবরংগী নদীর উপর স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী পাড়াপারের জন্য কাঠে সাকো মেরামত।	২,০০,০০০/-
০৬	চাকলাহাট ইউপি'র নারায়নপুর ছালামের বাড়ীর সামনে ব্রীজের রেলিংসহ ব্রীজ মেরামত।	২,০০,০০০/-
০৭	ধাক্কামারা ইউপি'র মীরগড় পাঁকা রাস্তা হতে সহিদুলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-
০৮	আমলাহার ডিগ্রী কলেজের শহীদ মিনার সংলগ্ন ওয়াল মেরামত করন।	২,০০,০০০/-
০৯	অমরখানা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১০	হাফিজাবাদ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১১	পঞ্চগড় ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১২	চাকলাহাট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১৩	সাতমেরা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১৪	হাড়িভাসা ইউনিয়নের ইউপি ভবনের বিদ্যুৎ লাইন মেরামত ও সিলিং ফ্যান সরবরাহ।	২,০০,০০০/-
১৫	ধাক্কামারা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১৬	মাগুড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১৭	গড়িনাবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-
১৮	পঞ্চগড় সদর উপজেলার মোলানী জামে মসজিদ এর পার্শ্বে গাইট ওয়াল সংস্কার/নির্মান।	২,৮০,০০০/-
১৯	অমরখানা ইউপি'র বড় কামাত আদর্শ ইসলামী প্রাথমিক মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২০	অমরখানা ইউপি'র ভিতরগড় রহমানিয়া নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২১	অমরখানা ইউপি'র মহারাজা দিঘী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২২	অমরখানা ইউপি'র অমরখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৩	হাফিজাবাদ ইউপি'র গহিমন নেছা মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৪	হাফিজাবাদ ইউপি'র গহিমন নেছা মাদ্রাসা সংলগ্ন এতিমখানার ঘর সংস্কার।	১,৫০,০০০/-
২৫	কামাত কাজল দিঘী ইউপির ঘটবর টুনিরহাট দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৬	কামাত কাজলদিঘী ইউপি'র হাজী আকবর আলী প্রধান হাফেজিয়া নূরানী মাদ্রাসা ও এতিমখানার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৭	চাকলাহাট ইউপি'র টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
২৮	চাকলাহাট ইউপি'র রতনী বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ওয়াসরুম মেরামত।	২,০০,০০০/-
২৯	চাকলাহাট ইউপি'র যমুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৩০	চাকলাহাট ইউপি'র কেপি উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৩১	সাতমেরা ইউপি'র ডুবানুচী বরকতিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৩২	হাড়িভাসা ইউপি'র হালুয়াপাড়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৩৩	ডাবর ভাঙ্গা গালর্স স্কুল-এর ঘর সংস্কার করণ।	২,০০,০০০/-
৩৪	হাড়িভাসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার করণ।	২,০০.০০০/-
৩৫	মাগুড়া ইউপি'র প্রধানপাড়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৩৬	মাগুড়া ইউপি'র প্রতিবন্ধী স্কুল ঘর মেরামত।	২,০০,০০০/-
৩৭	মাগুড়া ইউপি'র আমলাহার বায়তুল কুরআন নূরানী মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-

CamScanner

৩৮	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ভাটাপুকুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার করন।	২,০০,০০০/-
৩৯	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারের উপকরণ ক্রয়।	২,০০,০০০/-
৪০	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র মল্লাপাড়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,০০,০০০/-
৪১	কা:কা: দিঘী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের ছাত্র/ছাত্রীদেরর মাঝে সাইকেল সরবরাহ।	৩,০০,০০০/-
৪২	পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে টিফিন বাটি সরবরাহ করন।	২,০০,০০০/-
৪৩	পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলিং ফ্যান সরবরাহ করন।	২,০০,০০০/-
৪৪	পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউপি'র প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ।	২,০০,০০০/-
৪৫	পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউপি'র প্রশিক্ষন প্রাপ্ত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	৩,৫৫,০০০/-

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
০১	অমরখানা ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
০২	অমরখানা ইউপি'র ২নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৭৫,০০০/-
০৩	অমরখানা ইউপি'র ৩নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৭০,০০০/-
০৪	অমরখানা ইউপি'র ৪নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৯০,০০০/-
০৫	অমরখানা ইউপি'র ৫নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৪০,০০০/-
০৬	অমরখানা ইউপি'র ৬নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৬০,০০০/-
০৭	অমরখানা ইউপি'র ৭নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৭০,০০০/-
০৮	অমরখানা ইউপি'র ৮নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৬৬,০০০/-
০৯	অমরখানা ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৭৬,০০০/-
১০	অমরখানা ইউপি'র অমরখানা/কাজিরহাট/শালমারা ভিতরগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	১০,০০,০০০/-
১১	হাফিজাবাদ ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১২	হাফিজাবাদ ইউপি'র ২নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১৩	হাফিজাবাদ ইউপি'র ৩নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
১৪	হাফিজাবাদ ইউপি'র ৪নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১৫	হাফিজাবাদ ইউপি'র ৫নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
১৬	হাফিজাবাদ ইউপি'র ৬নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
১৭	হাফিজাবাদ ইউপি'র ৭নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
১৮	হাফিজাবাদ ইউপি'র ৮নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
১৯	হাফিজাবাদ ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৭০,০০০/-
২০	হাফিজাবাদ ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ করন	১০,৫০,০০/-
২১	পঞ্চগড় ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৮০,০০০/-
২২	পঞ্চগড় ইউপি'র ২নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-
২৩	পঞ্চগড় ইউপি'র ৩নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
২৪	পঞ্চগড় ইউপি'র ৪নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৫৮,০০০/-
২৫	পঞ্চগড় ইউপি'র ৫নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
২৬	পঞ্চগড় ইউপি'র ৬নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
২৭	পঞ্চগড় ইউপি'র ৭নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
২৮	পঞ্চগড় ইউপি'র ৮নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
২৯	পঞ্চগড় ইউপি'র ৯নং ওয়ার্ডের রাস্তায় কালভার্ট/ইউড্রেন নির্মাণ।	২,৯০,০০০/-
৩০	পঞ্চগড় ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘর সংস্কার করন।	১৫,০০,০০০/-
৩১	কামাত কাজলদিঘী ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের হতে ০৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ০৭টি ইউড্রেন নির্মাণ।	১৫,০০,০০০/-
৩২	কামাত কাজল দিঘী ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘর সংস্কার /খেলার সমাগ্রী সরবরাক করন।	২০,০০,০০০/-
৩৩	চাকলাহাট ইউপি'র বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য ৯টি ইউ ড্রেন নির্মাণ	১৮,০০,০০০/-
৩৪	চাকলাহাট ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘর সংস্কার /খেলার সমাগ্রী সরবরাক করন।	১৫,০০,০০০/-
৩৫	সাতমেরা ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ	১৫,০০,০০০/-
৩৬	সাতমেরা ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘর সংস্কার	১৫,০০,০০০/-

CamScanner

৩৭	হাড়িভাসা ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ	১৮,০০,০০০/-
৩৮	হাড়িভাসা ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘর সংস্কার	১৪,০০,০০০/-
৩৯	ধাক্কামারা ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ	১৬,০০,০০০/-
৪০	ধাক্কামারা ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘর সংস্কার	১২,০০,০০০/-
৪১	মাগুড়া ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ	১৫,০০,০০০/-
৪২	মাগুড়া ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘর সংস্কার ও আসবাব পত্র সরবরাহ করন ।	২০,০০,০০০/-
৪৩	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ	১৪,০০,০০০/-
৪৪	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ ও ঘর সংস্কার করন	২০,০০,০০০/-

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
০১	অমরখানা ইউপি'র ভিতরগর সোনারবান দাখিল মাদ্রাসার অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ।	৩,৭০,০০০/-
০২	অমরখানা ইউপি'র আফসারুল হক জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর পুনঃ নির্মাণ।	৩,৯০,০০০/-
০৩	অমরখানা ইউপি'র মহারাজারদীঘি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর পুনঃ নির্মাণ।	৩,৪০,০০০/-
০৪	হাফিজাবাদ ইউপি'র পানিমাছ পুকুরী দাখিল মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ।	৩,৬০,০০০/-
০৫	হাফিজাবাদ ইউপি'র পুকুরীডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৭০,০০০/-
০৬	হাফিজাবাদ ইউপি'র হাফিজাবাদ দ্বারিকামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৬৬,০০০/-
০৭	পঞ্চগড় ইউপি'র জগদল দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	৩,৭৬,০০০/-
০৮	চাকলাহাট ইউপি'র নতুন চাকলাহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৫,০০,০০০/-
০৯	চাকলাহাট ইউপি'র যমুনা আর্দশ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
১০	চাকলাহাট ইউপি'র হাজী অজিউল্যাহ দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	৫,৫০,০০০/-
১১	সাতমেরা ইউপি'র দশ মাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
১২	সাতমেরা ইউপি'র দশ মাইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/-
১৩	সাতমেরা ইউপি'র প্রধানপাড়া দারুল ফালা দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
১৪	হাড়িভাসা ইউপি'র ঢাংগী পুকুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/-
১৫	হাড়িভাসা ইউপি'র ঘাগড়া দ্বারিকামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
১৬	হাড়িভাসা ইউপি'র হাড়িভাসা দারুসুন্না দাখিল মাদ্রাসার অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
১৭	ধাক্কামারা ইউপি'র মীরগড় ময়ন উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৭০,০০০/-
১৮	ধাক্কামারা ইউপি'র মালাদাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
১৯	ধাক্কামারা ইউপি'র খানপুকুর খোলাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,৮০,০০০/-
২০	ধাক্কামারা ইউপির জমিরন নেছা দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/-
২১	মাগুড়া ইউপি'র আমলাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
২২	মাগুড়া ইউপি'র আমলাহার দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,৫৮,০০০/-
২৩	মাগুড়া ইউপি'র মাগুড়া সিপাইপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
২৪	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া নতুনহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-
২৫	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ভাটাপুকুরী নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
২৬	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ফুটকীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
২৭	অমরখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার ও মেরামত।	২,৯০,০০০/-
২৮	হাফিজাবাদ ইউপির হত দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ।	৫,০০,০০০/-
২৯	পঞ্চগড় ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তার পানি নিস্কাশনের জন্য ১-০ ব্যাসের ৪-০০ লম্বা আরসিসি রিং তৈরী ও স্থাপন।	৫,০০,০০০/-
৩০	কামাত কাজলদিঘী ইউপি'র কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ।	২,০০,০০০/-
৩১	চাকলাহাট ইউপি'র বিভিন্ন স্থানে পানিও জল সরবরাহের জন্য ২০টি নলকূপ স্থাপন।	২,৫০,০০০/-
৩২	সাতমেরা ইউপি'র পঞ্চগড় ব্যারিষ্টার জমির উদ্দীন সরকার কলেজিয়েট ইনষ্টিটিউড হতে আমতলা হয়ে গোয়ালঝার রাস্তার মাঝিপাড়া ব্রীজ এর উত্তর পার্শে ইউড্রেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-
৩৩	হাড়িভাসা ইউপি'র ঢাংগীপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার ও মেরামত করন।	৫,০০,০০০/-
৩৪	ধাক্কামারা ইউপি'র বিভিন্ন স্থানে শাকসবজি চাষাবাদের জন্য ২০টি নলকূপ স্থাপন।	২,৫০,০০০/-
৩৫	মাগুড়া ইউপি'র বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিস্কাশনের সুবিধার্থে ১'-০'' ব্যাসের আরসিসি রিং স্থাপন।	৫,০০,০০০/-

CamScanner

৩৬	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বজরাপাড়া নতুন হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন।	৪,০০,০০০/-
৩৭	পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ, পঞ্চগড় সদর, কামাত কাজলদিঘী, চাকলাহাট ও ধাক্কামারা ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করন।	৬,০০,০০০/-
৩৮	পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা, সাতমেরা, হাড়িভাসা, মাগুড়া ও গড়িনাবাড়ী ইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করন।	৫,০০,০০০/-
৩৯	পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানিও জল সরবরাহের জন্য ২০টি নলকূপ স্থাপন করন।	২,৫০,০০০/-
৪০	পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ও হাড়িভাসা ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানিও জল সরবরাহের জন্য ২০টি নলকূপ স্থাপন করন।	২,৫০,০০০/-
৪১	পঞ্চগড় সদর উপজেলার পঞ্চগড় ও ধাক্কামারা ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানিও জল সরবরাহের জন্য ২০টি নলকূপ স্থাপন করন।	২,৫০,০০০/-
৪২	পঞ্চগড় সদর উপজেলার কামাত কাজলদিঘী ও চাকলাহাট ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানিও জল সরবরাহের জন্য ২০টি নলকূপ স্থাপন করন।	২,৫০,০০০/-
৪৩	পঞ্চগড় সদর উপজেলার মাগুড়া ও গড়িনাবাড়ী ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানিও জল সরবরাহের জন্য ২০টি নলকূপ স্থাপন করন।	২,৫০,০০০/-
৪৪	পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা ও সাতমেরা ইউনিয়নে হত দরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ২০০ সেট স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৪৫	পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ও হাড়িভাসা ইউনিয়নে হত দরিদ্রদের মাঝে বিনা মূল্যে ২০০ সেট স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৪৬	পঞ্চগড় সদর উপজেলার পঞ্চগড় ও ধাক্কামারা ইউনিয়নে হত দরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ২০০ সেট স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৪৭	পঞ্চগড় সদর উপজেলার কামাত কাজলদিঘী ও চাকলাহাট ইউনিয়নে হত দরিদ্রদের মাঝে বিনা মূল্যে ২০০ সেট স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৪৮	পঞ্চগড় সদর উপজেলার মাগুড়া ও গড়িনাবাড়ী ইউনিয়নে হত দরিদ্রদের মাঝে বিনা মূল্যে ২০০ সেট স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৪৯	পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা ও সাতমেরা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নীচু বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিল সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৫০	পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ও হাড়িভাসা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নীচু বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিল সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৫১	পঞ্চগড় সদর উপজেলার পঞ্চগড় ও ধাক্কামারা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নীচু বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিল সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৫২	পঞ্চগড় সদর উপজেলার কামাত কাজলদিঘী ও চাকলাহাট ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নীচু বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিল সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৫৩	পঞ্চগড় সদর উপজেলার মাগুড়া ও গড়িনাবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নীচু বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিল সরবরাহ করন।	২,৫০,০০০/-
৫৪	অমরখানা ইউপি'র সোনার বান দাখিল মাদ্রাসার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন।	২,৬০,০০০/-
৫৫	হাফিজাবাদ ইউপি'র গহিমন নেছা দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
৫৬	হাফিজাবাদ ইউপি'র শেখের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,০০,০০০/-
৫৭	পঞ্চগড় ইউপি'র সুরিভিটা দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার করন।	২,৫০,০০০/-
৫৮	কামাত কাজলদিঘী ইউপি'র গলেহা দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার করন।	৩,৫০,০০০/-
৫৯	সাতমেরা ইউপি'র সাতমেরা ফুলবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,০০,০০০/-
৬০	সাতমেরা ইউপি'র প্রধানপাড়া দারুল ফালাহ দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	৩,৫০,০০০/-
৬১	হাড়িভাসা ইউপি'র ডাবর ভাংগা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	৩,০০,০০০/-
৬২	হাড়িভাসা ইউপি'র দারুল সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/-
৬৩	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ফুটকিবাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ এর ঘর সংস্কার।	৩,০০,০০০/-
৬৪	গড়িনাবাড়ী ইউপি'র ভাটাপুকুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২,৫০,০০০/-
৬৫	ধাক্কামারা ইউপি'র আমতলা গ্রামের গণির বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-
৬৬	সাতমেরা ইউপির সতরংপাড়া-ময়নাগুড়ি রাস্তায় ব্রীজ মেরামত।	২,৫০,০০০/-
৬৭	পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের ছাত্র/ছাত্র দেরর মাঝে সাইকেল সরবরাহ করন।	৫,০০,০০০/-

CamScanner

৩.৪ সীমাবদ্ধতা ঃ

পঞ্চগড় সদর উপজেলা পর্যায়ের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাজেট বই হিসেবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপজেলা পর্যায়ে বইটি তৈরি করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এব্যাপারে যথেষ্ট জনসচেতনতার অভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয়। সময় স্বল্পতা একটি অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিগণিত হয়।

চতুর্থ অংশ ঃ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি

৪.১ পঞ্চগড় সদর উপজেলার উন্নয়ন স্বপ্ন ঃ

দারিদ্রমুক্ত, সুশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, উন্নত যোগাযোগ ও পয়:নিষ্কাশন, উন্নত প্রযুক্তিতে কৃষি উন্নয়ন, ন্যায় বিচার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে জনগণের সম্পৃক্ততায় উপজেলার সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। যেখানে জনগণ স্বচ্ছলভাবে ও নিরাপদে জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে এবং জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সমন্বয় নিশ্চিত করার সুযোগ থাকবে।

৪.২ পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভাগভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা ঃ

সহাস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বিশ্লেষণ করে দাকোপ উপজেলার পাঁচটি প্রধান সমস্যা বা সেক্টরকে চিহ্নিত করে প্রতি বছরের অগ্রাধিকার খাত ভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়, যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	সেক্টর	অর্থবছর
০১	শিক্ষা	২০১৯-২০২০
০২	জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ খাবার পানি	২০২০-২০২১
০৩	কৃষি	২০২১-২০২২
০৪	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২০২২-২০২৩
০৫	পরিবার পরিকল্পনা	২০২৪-২০২৪

৪.৩ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

শিক্ষা ঃ

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি ও সোপান। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর জন্য এ শিক্ষা একটি সাংবিধানিক অধিকারও বটে। বিভিন্ন সময়ে এ যাবৎ 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসুচি বাস্তাবায়নে 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' এবং দরিদ্র বিমোচন কৌমল পত্রের আলোকে সরকারের লক্ষ্য ছিল শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রকৃত ভর্তির হার, ঝরেপড়া রোধ, নিয়মিত হাজিরা ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্তির হার বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

বর্তমান সরকারের রুপকল্প (ভিশন) অনুযায়ী ২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নীট ভর্তির হার ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ, ২০১৫ সালের মধ্যে 'নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ' এবং সর্বপরি ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার মহতী স্বপ্ন সফল ও সাহসী প্রত্যয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন।

এই বিরামহীন পথে চলার অংশ হিসেবে পঞ্চগড় সদর উপজেলা শিক্ষা অফিস, তার আওতাধীন সমগ্র উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে কিছু তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনে সক্ষম হলো।

আশা করছি এই তথ্য উপাত্ত অদুর ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, শতভাগ ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধে সবাই তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে তৈরী স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সহযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে।

জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানি ঃ

১৯৫০ সালের পূর্বে এ অঞ্চলের জনগণ পুকুরের পানি পান করত। জনস্বাস্থ্য বিভাগের কল্যাণে মানুষ ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান পায় এবং তা উত্তোলনের পন্থা উদ্ভাবন করে। গ্রামে গ্রামে বসানো হয় নলকূপ। কিন্তু এখনো এলাকায় সুপেয় পানির ব্যবস্থার অপ্রতুলতা বিদ্যমান। তাই উপজেলা পরিষদ জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানির বিষয়টিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনায় রেখেছে।

CamScanner